একাকীত্ব

যৌবনের কর্মব্যস্ততা সমাপনান্তে সায়াহ্ন-সঙ্গমে
প্রৌঢ়ত্বের দুয়ার যখন ক্রমোন্মুক্ত হয়,
মন তখন প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির ঘন ঘন হিসাব নেয়
স্বীয়কৃতিত্বের দীর্ঘতালিকা রচনা ক'রে, চুলচেরা বিচারে মর্য়াদা পেতে চায়
অপারগতার দায়বদ্ধতা থেকে অজান্তে দূরে সরে যায়।

বিগত কর্মজীবন প্রৌঢ়ের অভিজ্ঞতায় যথাকালে বাস্তববুদ্ধি ধরে-
সিদ্ধান্ত শিথিল হয়, তারপর ধীরে ধীরে কায়িক কর্মের অবসান ঘটে।
কর্মত্যক্ত অবসরের নিদারুণ বেদনায় হৃদয়ের অন্তর্লোক আত্মনাদ করে
আগতপ্রায় বার্দ্ধক্যে হারানোর বেদনা ভয়াবহ-
নৈরাশ্যবোধ ছিন্নমূল করে।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
কদাপি থাকে না বাঁধা কোনো এককসূত্রে।
বার্দ্ধক্যে মন, বুদ্ধি, অহংকার
আবেগপ্রবণতায় ভগ্নদেহকে সংগী করে;
চৈতন্যে সে দীনতা যদিও মুহুর্মুহু ধরা প'ড়ে যায়।

সে সময়ের অতিপ্রাকৃত অস্তিত্ব
অসহায়তায় ব্যথিত করে।
যদিও শেষ পদক্ষেপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
জীবন চেতনার স্পন্দনে জীবিত থাকে।
সেই কঠিন মুহূর্তগুলো অস্তাচলের মানসপটে মূর্ত হয়ে ফুটে ওঠে।

চিন্তাক্লীষ্ট মনে যদিও তখনো স্বপ্নদীপের আলোর আকর্ষণ
বাঁচার আশা অম্লান ক'রে রাখে মরীচিকার মতো।
ঘন ঘন নিদ্রা ভঙ্গে বাস্তবের কায়ক্লিষ্ট সান্নিধ্য
পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছার বাঁধ ভঙ্গ ক'রে জড়চেতনাকে আচ্ছন্ন করে-
দেহমনপ্রাণে পুনঃ পুনঃ নিরাশার প্লাবন বয়ে আনে।

স্বপ্নের ভ্রান্ত প্রত্যয় বাস্তবের বিধ্বংসী বন্যায়
যখন ক্ষণে ক্ষণে বিধ্বস্ত হয়-
সেই নিদারুণ সময়
বৃদ্ধমানুষটা যখন কাটায় নির্দয় নিঃসংগতায়
সেই পুঞ্জীভূত আবেগ অব্যক্ত থেকে যায়, নির্মম মানুষের কবিতায়!